দৈনিক সংবাদ ০৪

তারিখ ..07 MAR 1990
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ২ ...

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৯৬

স্কুল কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীতে কম্পিউটার সায়েন্সকে একটি পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সম্প্রতি ঢাকায় শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম একথা বলেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়াও দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তাতে দক্ষ জনশক্তির অভাব মেটাতে কম্পিউটার সায়েন্স শিক্ষার বিস্তার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যাপারে প্রায় কিছুই করতে পারছে না। তাই লাভজনক ব্যবসা হিসেবে গড়ে উঠেছে বহু ছোট ছোট কম্পিউটার ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান যাদের ট্রেনিং-এর মান নির্ধারণ অনুমাননির্ভর। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছাত্ররা এগুলোতে যন্ত্রের মত কিছু শেখে। তাতে সাময়িকভাবে কাজ চললেও বর্ধিত হারে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা কোন অবদান রাখতে পারে না। তাই শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে কম্পিউটার সায়েন্স শেখাতে না পারলে সার্বিক উন্নয়নে আমরা এগিয়ে যেতে পারব না। সরকার যদি স্কুল কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স শেখানোর ব্যবস্থা করতে পারে তবে এ ব্যাপারে একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ নেয়া হবে।

কিছুদিন আগে সরকারের উদ্যোগে কম্পিউটার কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। সরকারী মুখপাত্ররা নানা উপলক্ষে বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের বর্ধিত বরাদ্দের কথা বলেছেন। তাই আমরা ধরে নিতে পারি যে, ঝোঁকের মাথায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি, সবদিক বিবেচনা করেই নেয়া হয়েছে এবং স্কুল কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স পড়াতে গেলে কি কি প্রয়োজন তা তাদের জানা আছে।

স্কুল কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স পড়াতে প্রথম প্রয়োজন হবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কম্পিউটার। আমাদের দেশে কম্পিউটার বানানো হয় না। আমাদের দেশের শিক্ষকদের দক্ষতাও এমন পর্যায়ে তোলা সম্ভব হয়নি যার ফলে তারা রাতারাতি কম্পিউটার সায়েন্স শিখে নিয়ে পড়াতে পারবে। তার ওপর আছে লালফিতার দৌরাত্ম্য, অনিয়ম ও সংশ্লিষ্ট বহু লোকের দ্রুত টাকা কামানোর লিপ্সা। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক কোথেকে আসবে তারও নিশ্চয়তা নেই। তাই আমাদের কাছে এখনও রহস্য হয়ে থাকছে, সরকার কি করে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করবেন। দু'চারটা স্কুলে লোক-দেখানোভাবে পড়ানো শুরু করলে হাতে-গোনা কিছু ছাত্রের উপকার হতে পারে, কিন্তু সরকারের সীমিত সম্পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্য তা নয়। আধুনিক শিক্ষাকে দেশের আনাচে-কানাচে সমানভাবে পৌঁছে দেয়া সরকারের দায়িত্ব।

দেশের শতকরা আশিভাগ স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাবরেটরী সামগ্রীর অভাব। দিনের পর দিন বিজ্ঞান শিক্ষকের পদ খালি থাকে। যারা আছেন তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। সেখানে নতুন একটা বিষয় পড়াতে দেয়া হলে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন বর্তমান শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তা নিতে যদি অকৃতকার্য হন তবে আমরা দেখতে পাব একটা কাগুজে শিক্ষা যার দাম শূন্যের পর্যায়ে। কিছু বই মুখস্থ করে প্রয়োগের কোন মুখ না দেখে যে ধরনের অর্ধ-শিক্ষিত মানুষে দেশ ভরে গিয়েছে তার সংখ্যা বৃদ্ধি জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক নয়।

সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে কম্পিউটারকে বহুলভাবে ব্যবহার করতে হবে। বহু স্বল্পোন্নত দেশ এব্যাপারে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরাও পিছিয়ে পড়তে চাই না। তাই সরকারের কম্পিউটার সায়েন্স শিক্ষার কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য জরুরী তৎপরতার আশা আমরা করতে থাকবো। এই কর্মসূচী যেন একটা ব্যয়বহুল লোক-দেখানো কর্মসূচীতে পর্যবসিত না হয়।